



কাশির প্রধান কারণ শ্বাস এবং খাদ্যনালীতে ধূলো-বালির মতো কোনো প্রকার কণা আটকে যাওয়া। এছাড়া সংক্রমণ এবং প্রদূষণ ইত্যাদির জন্য সৃষ্টি হওয়া এলাজীও কাশির একটি কারণ। কখনও কখনও আবার অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়া, ধূমপান, ঋতু পরিবর্তন ইত্যাদির জন্যও কাশি হয়।

কাশি দু ধরনের হয় — শুকনো কাশি ও কফ সমেত কাশি।

বেশিদিন পর্যন্ত কাশি চলতে থাকলে তা অন্য রোগের কারণ হতে পারে। কাশি হলে অনেক অন্যান্য রোগজীবাণু থেকেও বিপদ হতে পারে। কাশি হলে মানুষের আরাম নষ্ট হয়ে যায়, শান্তিতে ঘুমানো যায় না। এজন্য কাশির লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্রই এর প্রতিকারের চেষ্টা করা দরকার।

এখন কাশির প্রতিকারের জন্য প্রস্তুত হয়েছে একটি আয়ুর্বেদিক ফর্মুলা — হীল কফ সিরাপ। তুলসী এবং মধুর স্বাস্থ্যবর্ধক গুণে ভরপুর হীল কফ সিরাপ আপনাকে কাশি থেকে মুক্তি দেবে। গলার খুশখুশানি দূর করে। শ্বাসনালী খুলে দেয় এবং বুকের কষ্ট দূর করে।

মুখ্য হার্বাল উপাদান : মুলেঠি, সোমলতা, বনপশা, তুলসী, পিপ্পল, সোঁঠ, গোলমরিচ, এবং সত-পুদিনার মতো গলা ও শ্বাসনালীকে আরাম দেওয়ার একটি মহত্বপূর্ণ জড়ি - বুটির দুর্লভ সম্ভার।

বিশেষ গুণাবলী :

- আয়ুর্বেদিক প্রক্রিয়ায় কাশি দূর করে।
- নতুন এবং পুরানো কাশিতে সমান উপকারী।
- নিউমোনিয়া এবং জ্বরেও উপকারী।
- বুক ও গলার কষ্ট দূর করার জড়ি-বুটির মিশ্রণ।
- বত্‌কাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসা জড়ি-বুটির পরিক্ষীত ফর্মুলা।
- কাশির সাথে সাথে সৃষ্টি হওয়া এ্যালাজী থেকেও মুক্তি দেয়।
- গলার সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
- শুকনো এবং কফযুক্ত দু-ধরনের কাশিতেই ফলপ্রসূ।

সেবন বিধি :

১ থেকে ৩ বছরের বাচ্চার জন্য — আধ চামচ দিনে ৩বার।

৩ থেকে ১০ বছরের বাচ্চার জন্য — ১ থেকে ২ চামচ দিনে ৩বার।

প্রাপ্ত বয়স্ক — ২ থেকে ৩ চামচ দিনে ৩বার।

ব্যবহার করার পূর্বে ভাল করে ঝাঁকিয়ে নেবেন।

